তীব্র তাপদাহে বোরো ধান/ সবজি/ ফল ও অন্যান্য ফসলের জন্য করনীয় ঃ

➢ বোরো ধান উৎপাদনে উচ্চ তাপমাত্রার প্রভাব-(High Tempereture)

- ধান গাছের জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের তাপমাত্রা গাছের বাড়-বাড়তি প্রভাহিত হয়। আমাদের দেশে চাষকৃত জাতসমূহ সাধারনত; ২০-৩০ ডিগ্রী সেল. গড় তাপমাত্রায় বৃদ্ধি ও উন্নয়ন সবচেয়ে ভালো।
- সাধারনত; প্রজনন পর্যায়ে যথাঃ শীষ গঠন ও ফুল ফুটা/ পরাগায়ন এবং দানা ভরাট/গঠন পর্যায়ে দিনের তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রী সেল. বা এর বেশি হলে ধানে চিটা সমস্যা ও দানার পুষ্টতা বাধাগ্রস্থ হয়।
- ধানে ফুলফোটা পর্যায়ে ৩৫ ডিগ্রী সেল. হলে চিটা সমস্যা দেখা দেয়।
- সাধারনত; ধানে ফুলফোটা পর্যায়ে দিনের ৩৫ ডিগ্রী সেল. এর বেশি হলে ঐদিন যে ফুলসমূহ ফুটবে সেগুলো চিটা হয়ে যাবে, এ কারনে সম্পন্ন শীষ চিটা হবে না।

➢ উচ্চ তাপমাত্রার ক্ষয়ক্ষতি ও প্রভাবঃ-

- প্রজনন পর্যায়ে অতি উচ্চ তাপে (৩৫ ডিগ্রী সেল.) এর বেশি হলে শীষে ধানের সংখ্যা কমে যেতে পারে। ফুলফোটা পর্যায়ে বা পরাগায়ণের সময় উচ্চ তাপে (৩৫ ডিগ্রী সেল.) বেশি হলে পরাগায়ণে বাধাগ্রস্থ হয় যার কারনে ধানে চিটা বেড়ে যায়।
- রাত্রীকালীন উচ্চ তাপে (২৮ ডিগ্রী সেল.) এর বেশি হলে ঝড়ের কারনে দানার পুষ্টতা বাধাগ্রস্থ ও দানা কালো হয়ে যায়।
- ফুলফোটা পর্যায়ে বা পরাগায়ণের সময় ইট-ভাটার আশে-পাশে জমিতে উচ্চ তাপমাত্রা প্রভাবের কারনে ধানে শীষ আগুনে-ঝলসে যাওয়ার মত লক্ষন দেখা যায় ফলে চিটার সংখ্যা ব্যাপক হারে বেড়ে যায় ও দানার পুষ্টতা বাধাগ্রস্থ হয়। ফলন ও ব্যাপক হারে কমে যায়।

➢ ক্ষয়ক্ষতি পূরণে ব্যবস্থাপনাঃ-

- চৈত্র ও বৈশাখ (এপ্রিল) মাসের উচ্চ তাপমাত্রা প্রাকৃতিক বিধায় প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়, তবে বোরো ধানের জাত নির্বাচন এবং এদের বপন ও রোপন সময় সমন্বয় করে এ সমস্যা এড়ানো সম্ভব।
- স্বল্প জীবনকালের বোরো ধানের জাতঃ ব্রি ধান২৮, অগ্রাহায়ন মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে বীজ বপন এবং ৪০-৪৫ দিন বয়সের চারা রোপন কওে প্রজনন ও ফুলফোটা পর্যায়ে চৈত্র ও বৈশাখ (এপ্রিল) মাসের উচ্চ তাপমাত্রা এড়ানো সম্ভব।
- দীর্ঘ জীবনকালের বোরো ধানের জাত সমূহঃ ব্রি ধান২৯ ও ব্রি ধান৫৮ কার্তিক মাসের ৩য় সপ্তাহের মধ্যে বপন ও ৪০-৪৫ দিন বয়সের চারা রোপন কওে প্রজনন ও ফুলফোটা পর্যায়ে চৈত্র ও বৈশাখ (এপ্রিল) মাসের উচ্চ তাপমাত্রা এড়ানো সম্ভব।
- ধানের জমির আশে-পাশে ইট-ভাটার স্থাপনের অনুমোদন না দেওয়া অথবা এর আশে-পাশে ধান চাষ না করা।

➢ এ সময় করনীয়ঃ-

- তাপ প্রবাহ থেকে ধান ফসল রক্ষার জন্য জমিতে ৫-৭ সেন্টিমিটার পানি ধরে রাখুন। এ সময় জমিতে যেন পানির ঘাটতি না হয়।
- এ অবস্থায় শীষ ব্লাষ্ট রোগের আক্রমণ হতে পারে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার আগেই প্রিভেনটিভ হিসেবে বিকাল বেলা ট্রুপার ৮ গ্রাম / ১০ লিটার পানি অথবা নাটিভো ৬ গ্রাম / ১০ লিটার পানি ৫ শতাংশ জমিতে ৫ দিন ব্যবধানে দুইবার স্প্রে করতে হবে।
- কাইচ থোর পর্যায়ে পটাশ, বোরন, সালফার, জিংক এবং এজোক্সস্ট্রবিন/ ট্রাইসাইক্লাজল জাতীয় ছত্রাকনাশক স্প্রে করা যেতে পারে।
- ধানের বিএলবি ও বিএলএস রোগ ব্যাপকভাবে দেখা যাচ্ছে এক্ষেত্রে ১০ লিটার পানিতে ৬০ গ্রাম পটাশ সার+ ৬০ গ্রাম থিওভিট+ ২০ গ্রাম জিংক একত্রে মিশিয়ে ৫ শতক জমিতে স্প্রে করা যেতে পারে।

প্রচারেঃ উপজেলা কৃষি অফিস, গোয়ালন্দ, রাজবাড়ি।

চলমান তীব্র তাপদাহে সবজি ফসলের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনা

- প্লাবন পদ্ধতিতে সেচ প্রদান করা উত্তর। তাপদাহ কমলে ও সবজি গাছের ফল সংগ্রহ শেষ হওয়া পর্যন্ত ৫- ৭ দিন অন্তর সেচ অব্যাহত রাখা প্রয়োজন, এতে ফলন বৃদ্ধি পাবে।
- মাটিতে পর্যাপ্ত রস ধওে রাখার জন্য সেচের পর গাছের গোড়ায় মালচিং করা জরুরী। উল্লেখ্য পশ্চিম- উত্তর অঞ্চলে অর্থাৎ যেখানে পানির তীব্র সংকট সেখানে অবশ্যই সেচের পর সময়মত মালচিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। মালচিং এর ক্ষেত্রে কচুরীপানা, খড় , গাছের পাতা অথবা আগাছা ইত্যাদি গাছের গোড়া থেকে একটু দূরে ব্যবহার করতে হবে।
- জৈব সারের পানি ধারণ ক্ষমতা বেশি, সেজন্য জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে এবং গাছে পুষ্টি কম থাকলে গাছের প্রয়োজন মত সংশ্লিষ্ট পুষ্টি উপাদান (ইউরিয়া, এমওপি, বোরন, জিংক) মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে তারপর সেচ দিতে হবে।
- যে সকল অঞ্চলে (পশ্চিম- উত্তর) তীব্র পানি সংকট ও তাপদাহ সেখানে গাছে সকালে অথবা বিকেলে পানি স্প্রে করা যেতে পারে।
- রোগ ও পোকামাকড় দমনের জন্য বালাইনাশক অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োজন অনুযায়ী ৭-১০ দিন বিরতিতে স্প্রে অব্যাহত রাখতে হবে। উল্লেখ্য , সেসব সবজিতে সকালে ফুল ফুটে সেগুলোতে বিকেলে এবং যেসব সবজিতে বিকেলে ফুল ফুটে সেগুলো সকালে স্প্রে করতে হবে।

চলমান তীব্র তাপদাহে ফল ফসলের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনা

- বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী আগামী আরো কিছুদিন তীব্র তাপদাহ অব্যাহত থাকতে পারে। এ সময় বৃষ্টি হওয়ার সম্ভবনা খুবই কম। এমতাবস্থায় ফল বিভাগ, উদ্যানতত্ত্ব গবেষনা কেন্দ্র, বাংকাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউট কর্তৃক ফল চাষীদের জন্য নিম্নলিখিত পরামর্শসমূহ প্রদান করা হলো-

- মাটির বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে, ফলন্ত আম গাছে ৭-১০ দিন অন্তর সেচ প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়া অন্যান্য ফল যেমন- লিচু, জামরুল, জাম, কাঁঠাল, ইত্যাদি ফলন্ত গাছেও ৭-১০ অন্তর সেচ প্রদান করতে হবে।বেসিন পদ্ধতিতে (গাছে চার পাশে রিং তৈরী করে) সেচ প্রদান করা উত্তম।
- মাটিতে পর্যাপ্ত রস ধরে রাখার জন্য সেচের পওে গাছের গোয়ার মালচিং করা প্রয়োজন। মালচিং এর ক্ষেত্রে কচুরীপানা, খড়, গাছের পাতা অথবা আগাছা ইত্যাদি গাছের গোড়া থেকে একটু দূরে ব্যবহার করতে হবে।
- ফল ধারনের পর সার প্রয়োগ না করা থাকলে, ফল ঝড়া রোধে একটি ৫-৭ গাছের জন্য ১৫০-১৭৫ গ্রাম ইউরিয়া ও ৭৫-১০০ গ্রাম এমওপি সার গাছের গোড়া থেকে ১ মি. দূর শুরু করে আরো ১-১.৫মি. জায়গা ভালো করে কুপিয়ে সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। সার প্রয়োগের পর হালকা সেচ দিতে হবে।
- লিচুর ক্ষেত্রে ফল ঝড়া রোধে এবং ফলের সঠিক বৃদ্ধি জন্য সাধারনত ১০-১৫ বছর বয়সী গাছের ক্ষেত্রে ২৫০-৩০০ গ্রাম ইউরিয়া ও এমওপি সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। বয়স ভেদে সারের মাত্রা কম বেশি হতে পারে।

অন্যান্য ফসলের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনা

- ভুট্টাঃ ভুট্টার জমিতে ৭০-৮০ ভাগ গাছের মোচা খড়ের রঙ ধারন করলে এবং পাতার রং কিছুটা হলদে হলে মোচা সংগ্রহ করতে হবে। বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগেই মোচা সংগ্রহ করতে হবে। গ্রীষ্মকালীন ভুট্টা চাষের উপযুক্ত সময় এখনই।
- পাটঃ চৈত্র মাসের শেষের দিকে যে সমস্ত জমিতে পাট বপন করা হয়েছে, সে সমস্ত জমিতে এই তীব্র তাপদাহে পরিচর্যা করা অত্যন্ত জরুরি। পাটের জমিতে রসের অভাব হলে সেচ দেওয়া জরুরি।
- গাছপালাঃ আম গাছে হপার পোকার আক্রমন হলে প্রতি লিটার পানিতে ১মি.লি. ল্যামডা-সাইহেলোথিন/ ডেলটামেথ্রিন ২.৫ ইসি গ্রুপের কীটনাশক স্প্রে করতে হবে।
- এ সময়ে পাউডারি মিলডিউ ও অ্যান্থ্রাকনোজ রোগ হলে প্রোপিকনাজল গ্রুপের ছত্রাকনাশক নির্দিষ্ট মাত্রায় স্প্রে করতে হবে।
- বাশ ঝাড়ের গোড়ায় মাটি ও জৈবসার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

- আরো বিস্তারিত পরামর্শের জন্য উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যালয়ে অথবা ইউনিয়ন/ ব্লক পর্যায়ে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারবেন।

প্রচারেঃ উপজেলা কৃষি অফিস, গোয়ালন্দ, রাজবাড়ি।